দৈনিক সংবাদ

তারিখ 6 MAY 1990
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

19

এসএসসিতে ১ম ও এইচএসসিতে ১০ম স্থান অধিকারী দুই ভাইয়ের ফল বাতিল

যশোর, ৫ই মে (জেলা বার্তা পরিবেশকের ফোন)।– দুর্নীতির মাধ্যমে এসএসসি পরীক্ষায় ১ম স্থান ও এইচ এস সি পরীক্ষায় দশম স্থান দখলকারী দুই ভাইয়ের ফলাফল যশোর শিক্ষা বোর্ড বাতিল ঘোষণা করেছে।একই দুর্নীতির সহযোগী তাদের পিতা ফুলতলা উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তাসহ কতিপয় শিক্ষকের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

যশোর শিক্ষা বোর্ড ভবনে আজ অনুষ্ঠিত বোর্ডের সর্বোচ্চ কমিটির সভায় এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়।

ইতিপূর্বে বরিশাল সরকারী বিএম কলেজের অধ্যক্ষ মুহম্মদ হানিফের নেতৃত্বে ৪ সদস্যের একটি তদন্তকারী দল গঠন করা হয়।

(শেষ পৃঃ ৪–এর কঃ দ্রঃ)

দুই ভাইয়ের ফল

(১ম পাতার পর)

তদন্তকারী দল দু'মাসব্যাপী তদন্ত কাজশেষে দু'ভাইয়ের বিরুদ্ধে উল্লেখিত ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করে।

কাজী সফিউল নাসির ১৯৮৮ সালে যশোর শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১ম স্থান অধিকার করে।

সে খুলনার সেন্ট যোসেফ হাইস্কুল থেকে পরীক্ষার ফরম পূরণ করে। তার রোল নম্বর খুলনা ১৫৯। অথচ সে এই পরীক্ষা কেন্দ্র পরিবর্তন করে বাবুগঞ্জ পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে পরীক্ষা দেয়।

সফিউলের বাবা পদাধিকারবলে ওই কেন্দ্রের সভাপতি হওয়ায় প্রভাব খাটিয়ে নিজ ছেলের জন্য পরীক্ষায় অবৈধ সুযোগ সৃষ্টি করে। পরীক্ষার পূর্বে সফিউলের বাবা তার জন্য ২০টি উত্তরপত্র ও কিছু 'লুজ সিট' বাসায় নিয়ে যান। এসব উত্তরপত্রে পরিদর্শকের সই জাল এবং বাসায় বসে কয়েকটি বিষয়ের উত্তরপত্র লেখেন।

সফিউল প্রতিদিন হলে পরীক্ষা দিলেও রাতে বাসায় লেখা খাতা তার বাবার উপস্থিতিতে পালটিয়ে দিতো।

সে বর্তমানে ঢাকা কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী।

আজ অনুষ্ঠিত বোর্ড কমিটির সভায় সফিউলের '৮৮ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষা বাতিল এবং '৮৯ ও '৯০ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। একই সাথে গুরুতর অনিয়ম ও দুর্নীতির আশ্রয় নেয়ায় পরীক্ষায় অপরাধ অধ্যাদেশ '৮০ মোতাবেক তৎকালীন বাবুগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং বর্তমান ফুলতলা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী লোকমান হোসেন, তাঁর ছেলে কাজী সফিউল নাসির এবং বাবুগঞ্জ পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের তৎকালীন সিনিয়র শিক্ষক মুহম্মদ ইসহাকের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়েরসহ তাঁর বেতন অনুদান বন্ধ এবং তাকে চাকরি হতে বরখাস্ত করার সুপারিশ করা হয়।

একই বছর সফিউলের বড়ভাই কাজী নাসিউল মজিদ খুলনার দৌলতপুর বিএল কলেজ কেন্দ্র (রোল নং দৌলতপুর–২) পরিবর্তন করে বাবুগঞ্জ রাকুদিয়া কলেজ কেন্দ্র থেকে পরীক্ষায় অংশ নেয় এবং বিজ্ঞান বিভাগে সম্মিলিত মেধা তালিকায় দশম স্থান অধিকার করে।

নাসিউল সুস্থ থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষা কেন্দ্র পরিবর্তন করে রাকুদিয়া কলেজে একনাগাড়ে ১১ দিন কেন্দ্রের 'সিক বেডে' পরীক্ষা দেয়।

পরীক্ষা পরিদর্শকের উপদেশে একটি পরীক্ষা হলে দেয়। এই বিষয়ে সে ৩৮ নম্বর পেয়েছিল। কমিটির বৈঠকে কাজী নাসিউল মজিদের ১৯৮৮ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা বাতিল এবং '৮৯ সালের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

একই অপরাধের জন্য নাসিউল ও তার পিতাসহ রাকুদিয়া কলেজের উপাধ্যক্ষ আবদুল মান্নান, ওই কলেজের অধ্যাপক ইসহাক শরিফের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়েরসহ এই দু'জনের বেতন বন্ধ ও চাকরি হতে অপসারণের সুপারিশ করা হয়েছে। এই কলেজ পরীক্ষা কেন্দ্রও বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

বোর্ডের চেয়ারম্যান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন।